মেহেরপুরে রাস্তার কাজের উদ্বোধন করলেন পৌর মেয়র

মেহেরপুরের ৯ নাম্বার ওয়ার্ড গোরস্থান পাড়ায় ৫৭ লক্ষ টাকার রাস্তার কাজের উদ্বোধন করেছেন পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

আজ রবিবার (৩০ জুন) বিকেলে পৌর এলাকার ৯ নং ওয়ার্ডে দোয়া মোনাজাতের মাধ্যমে এই নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন তিনি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সোহেল রানা ডলার,৭,৮,৮ নং ওয়ার্ডের মহিলা কাউন্সিলর রোকসানা কামাল রুনু, সদর থানা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক সাজেদুর রহমান সাজু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান জানায়, মেহেরপুরের পৌর এলাকার ৯ নাম্বার ওয়ার্ড গোরস্থান পাড়ায় ৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাস্তা নির্মাণ করা হবে।

জীবননগরে রাস্তার কাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এমপি টগর

জীবননগরে ২কোটি ৬৫লাখ ১৫হাজার টাকা ব্যায়ে ৪টি রাস্তার কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ সোমবার বিকাল সাড়ে ৪টার সময় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের কয়া,ধান্যখোলা,হরিহরনগর ও মেদনীপুর গ্রামে এ রাস্তার কাজের উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর।

রাস্তা উদ্বোধন কালে প্রধান অতিথি বলেন,বাংলাদেশে যত উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে সব আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে হয়েছে। মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা সব সময় দেশ ও দেশের মানুষের উন্নয়নের জন্য

কাজ করে থাকে। গ্রাম এখন শহরে রুপ নিয়েছে প্রতিটি গ্রামে রাস্তা ,ঘাট,স্কুল, কলেজ,মাদরাসা,এমন কোন জায়গা নেই যেখানে দেশনেন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোয়া লাগেনী। গ্রামের মধ্যে রাস্তার পাশে এখন ড্রেন নিমান করা হচ্ছে যেটা কখনও গ্রামের মানুষ ভাবেনি গ্রামের মধ্যে ড্রেন হবে সেটা প্রধানমন্ত্রী করে দিচ্ছেন ।

এত উন্নয়নমূল কাজ করা সত্বেও জামায়াত-বিএনপির নেতাদের এ সমস্থ উন্নয়নমূলক কাজগুলো চোখে পড়বে না। আগামি জাতীয় সংসদ নিবাচন এই নিবাচনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে হবে এবং আমরা সকলে একত্রিত হয়ে জামায়াত-বিএনপির অপপ্রচারের জবাব দিব।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান, জীবননগর পৌর সভার মেয়র মোঃ রফিকুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি গোলাম মোতুজা, জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ঈশা, জীবননগর পৌর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ও সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম, সীমান্ত ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল মালেক মোল্লা, মদনা ইউপি চেয়ারম্যান জাকারিয়া আলম,সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইসাবুল ইসলাম মিল্টন প্রমুখ।

দামুড়হুদায় জুড়ানপুর সড়কের মাঝখানে বিদ্যুতের খুঁটি রেখেই চলছে রাস্তার কাজ

দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর-লক্ষিপুর সড়কের মধ্যে রাস্তার মাঝখানে ৩ টি বিদ্যুতের খুঁটি রেখেই সড়ক প্রশস্ত ও পাকা করার কাজ চলছে। রাস্তা প্রশস্ত করার জন্য রাস্তার দুই পাশে গাছপালা কেটে ফেলা ও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ হয়েছে। তবে রয়ে গেছে রাস্তার মাঝে বিদ্যুতের খুঁটিগুলো।

উপজেলার জুড়ানপুর ক্লাব মোড় পার হয়ে নুর হোসেনের বাড়ির সামনে

১টি, মাঝপাড়ার খলিলুর রহমানের বাড়ির পাশে ১টি ও পশ্চিমপাড়া কবরস্থানের পাশে ১টি বিদ্যুতের খুঁটি রয়েছে। বৈদ্যুতিক খুঁটি অপসারণের জন্য
সড়ক ও জনপথ বিভাগ বিদ্যুৎ বিভাগের অনুকূলে টাকা জমা দেওয়া হয়নি। ফলে বিদ্যুৎ বিভাগ খুঁটিও অপসারণ করেনি।সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার সড়কের মাঝখানে খুঁটি রেখেই পাকা করার কাজ করছে। এতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছে যানবাহনের চালক ও স্থানীয়রা।

সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে জানা গেছে, সড়ক ও জনপদ বিভাগ জুড়ানপুর-লক্ষিপুর সড়কে প্রায় ২ কিলোমিটারের উভয়পাশে রাস্তা প্রশস্তকরণ ও পাকা করার কাজ করছে । প্রশস্ত ও পাকাকরণের জন্য প্রায় দেড় বছর আগে দরপত্রের মাধ্যমে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়। রাস্তা প্রশস্ত করার ফলে বাজার থেকে পশ্চিমপাড়া পর্যন্ত ১১ হাজার ভোল্টেজ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ সংযোগের প্রায় ৩টি বৈদ্যুতিক খুঁটি রাস্তার মধ্যে পড়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, রাস্তার মাঝে খুটি রেখে রাস্তা পাকা করার কাজ চলছে। এটা যুক্তিযুক্ত নয়। এতে যে কোন সময়ে খুটির কারণে মারাত্মক দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই অতি দ্রুত এই খুটিগুলো অপসারণ করা দরকার। সকাল থেকেই হাজারো মানুষ, স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা যাতায়াত করে। এতে সমস্যার সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই সমাধান প্রয়োজন।

একাধিক শিক্ষার্থী বলেন, মাঝে মাঝে গাড়িতে যাতায়াত করার সময় বিদ্যুতের খুটির কারণে দূর্ঘটনার মুখোমুখি হয়ে পড়ি, দুটি গাড়ি সাইড নিতে পারে না। তাই দুর্ঘটনা এড়াতে বিদ্যুতের এই খুটি সরানো খুবই জরুরি। বিষয়টি নিয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সুদৃষ্টি কামনা করেন শিক্ষার্থীরা।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা প্রকৌশলী আ: রসিদ বলেন, অনেকবার জানিয়েছি বৈদ্যুতিক খুঁটি সরানোর জন্য। ওটা তো বিদ্যুৎ বিভাগের কাজ। আমরা চেষ্টা করেছি, বৈদ্যুতিক খুঁটি সরানোর জন্য তারা অনেক টাকা পয়সা চাই। আমাদেরতো কোন বরাদ্দ নাই। ওইসব স্থানে কাজ করতে আমাদেরও সমস্যা হচ্ছে। আমাদেরও দাবি বৈদ্যুতিক খাম্বা গুলো সরিয়ে নেওয়ার।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা বলেন, আমি সরেজমিনে পরিদর্শন করে এলজিইডি এবং পল্লী বিদ্যুৎ